সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

1 September 2016

رحمة الله تعالى عليه

সায়্যিদী কুতুবে মদীনা এর জীবনি

Bangla

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ন ইরশাদ হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালার** আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালার** আরশের ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের দুঃখ-পেরেশানী দূর করবে, (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী, (৩) আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।

(আল বদরুস সা'ফিরাতী খি উমুরিল আখিরাতে লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা-১৩১, হাদীস নং-৩৬৬)

ইয়া ইলাহী গরমীয়ে মাহশার ছে জব বড়কে বদন দা'মনে মাহবুব কি ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হো

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা-১৩২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে, সাওয়াবও তত বেশী পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُوا اللهَ! ,تُوْبُوْا اِلَى اللهِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ যিলকাদাতুল হারামের উনত্রিশ তম (২৯) রাত, যিলহিজ্জাতিল হারাম মাস তার বরকত বন্টনের অপেক্ষমান, আর এই মাসের (যিলহজ্বের) ৪ তারিখে আফতাবে রযবীয়্যত, যিয়াউল মিল্লাত, শায়খুল ফযীলত, পীরে তরীকত, রাহবারে শরীয়াত, মুরিদ ও খলিফায়ে আ'লা হযরত, শায়খুল আরব ও আযম, কুত্বে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওরশ শরীফ উদযাপন করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাঁর মোবারক জীবনের কিছু ঘটনা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমে একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

পানি সঞ্চয় করো না!

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরিদ ও খলিফা হযরত মাওলানা আরিফ যিয়ায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হজ্বের সময় মদীনা শরীফে পানির খুবই সংকট হয়ে গিয়েছিলো, সেই দিন গুলোতে কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওখানে (আস্তানা শরীফে) অধিকহারে মেহমান আসতো, এই কারণে পানির ব্যবহারও বেশী হতো, কখনো কখনো এমন হতো যে, পান করার জন্যও পানি থাকতো না।

www.dawateislami.net

আমার অভ্যাস ছিলো যে, একটি জায়গা হতে পানি ভরে নিয়ে আসতাম, চেষ্টা করতাম যে, সর্বদা যেন পানির কয়েকটা ট্যাংকি ভরে থাকে। একদিন হুযুর কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ওযু করার জন্য আসলে তাঁর দৃষ্টি পানির ট্যাংকি গুলোর উপর পড়লো, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই ট্যাংকি গুলোতে কি রাখা আছে? আরয করলাম: হুযুর! যেহেতু পানির বড়ই অভাব (সংকট) তাই এগুলোতে পানি ভরে রেখেছি, যেন মেহমান আসলে পানির অভাব না হয়। তিনি বললেন: এটা তো ঠিক নয়, পানির অভাব চলছে আর তুমি পানি জমা করে রেখেছো? এখনি এগুলো নিয়ে যাও আর লোকেদের দিয়ে দাও। তখন হাজ্বীদের অনেক ভীড় ছিলো এবং গলি সমূহও অনেক সংকীর্ণ ছিলো, পানি ভরে আনা তেমন সহজ কাজ ছিলো না, কিন্তু তাঁর আদেশের অমান্য করারও কোন সুযোগ ছিলো না, এজন্য তিনি যা আদেশ করলেন তাই করলাম। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি কিরূপ পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরূপ মহান তাওয়াক্কুলের অধিকারী ছিলেন। একটু ভাবুন! যদি আমাদের কারো বাড়িতে মেহমান আসার কোন সম্ভাবনা থাকে তবে বাড়িতে আয়োজনের অবস্থা কিরূপ হয়ে থাকে? ঐসব আইটেম **(Item)** যা ব্যবহার হওয়ার সমান্যতমও সম্ভাবনা থাকে তাও পূর্ব থেকেই আনিয়ে নেয়া হয়, যেন প্রয়োজনের সময় দুশ্চিন্তায় পড়তে না হয়, আর যে জিনিষের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় তার তো বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা হয়, পানি এমন একটি জিনিষ যা অধিকহারে ব্যবহার হয়ে থাকে, হওয়ার তো এমন ছিলো যে, সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মেহমানদের জন্য পানির মজুদ করার জন্য খুশি হয়ে সাবাশ দিবে, কিন্তু কোন কিছু সঞ্চয় করা এবং তা মজুদ করে রাখা বুযুর্গানে দ্বীনের চিন্তা বর্হিভূত কাজ ছিলো, এজন্যই আদেশ করলেন যে, এই পানি বন্টন করে দেয়া হোক!

www.dawateislami.net

আশিকে মুস্তফা যিয়াউদ্দীন, যাহিদ ও পার সা যিয়াউদ্দীন।
কেয়সে বড়কোঁঙ্গা মেরে হে মেরে, রেহবর ও রেহনুমা যিয়া যিয়াউদ্দীন।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-৫৬২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাওয়াক্কুল কী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা নিজেও তাওয়াক্কুলকারী ছিলেন এবং অপরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন, আমাদেরও নিজেদের মধ্যে তাওয়াক্কুলের গুণ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আফসোস! যে আজ এই নফসা নফসীর (চাচা আপন প্রাণ বাঁচার) যুগে আমরা তাওয়াক্কুল হতে অনেক দূরে সরে গেছি, অথচ ইসলাম তাওয়াক্কুলের বড়ই উৎসাহ প্রদান করে, তাওয়াক্কুল অর্থ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করা এবং কাজকে তাঁর উপর ছেড়ে দেয়া, (তাওয়াক্কুল দ্বারা) উদ্দেশ্য এই যে, বান্দার ভরসা, সকল কাজে **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি হওয়া উচিৎ (বান্দার প্রতি নয়)। (খাযাইনুল ইরফান, পৃষ্ঠা-১৪১) এটা মনে রাখবেন যে, "কাজের উপায়কে একেবারে ছেড়ে দেয়া তাওয়াক্কুল নয় বরং তাওয়াক্কুল হলো যে, (উপায় অবলম্বন করে) বান্দা যেন শুধু مُسَبِّبُ الْاَسْبَاب অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র উপরই ভরসা করবে।" (কিমিয়ায়ে সা'দাত, ২/৯৩৮)

আমরা কি তাওয়াক্কুল করি?

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা হচ্ছে যে, উপকরণ (মাধ্যম) অবলম্বন করার পর এর ফলাফল **আল্লাহ তায়ালা**র পবিত্র স্বত্বার প্রতি ছেড়ে দেয়া। আমাদের ভাবা উচিৎ যে, আমরা কি এরূপ করি? আসলেই কি আমাদের মধ্যে তাওয়াক্কুল বিদ্যমান? আমরাও কি উপায় অবলম্বন করার পর **আল্লাহ তায়ালা**র স্বত্বার উপর ভরসা করি? সাধারণত যখনই কোন বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে যায় তবে সবকিছুর পূর্বে আমরা এই কাজটি করার জন্য পরিকল্পনা **(Planing)** করি, অতঃপর এই পরিকল্পনা **(Planing)** অনুযায়ী পরিপূর্ণ ভাবে কাজ সম্পাদন করি, এবার যদি এর ফল **(Result)** আমাদের চাহিদা অনুযায়ী না হয় তবে তখন আমাদের অবস্থা কেমন হয়ে?

www.dawateislami.net

আমরা কিরূপ অধৈর্য হয়ে যাই এবং হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হই? এর মৌলিক কারণ হচ্ছে যে, আমরা পরিকল্পনা **(Plan)** করার পর এই বিষয়টি একেবারে ভুলে যাই যে, এমন এক স্বত্ত্বাও রয়েছে যার কুদরত আমাদের পরিকল্পনা **(Planing)** এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, আমরা এই বিষয়টি ভুলে যাই যে, পরিকল্পনা **(Plan)** বানানো এবং তা অনুযায়ী কাজ করাতো আমাদের কাজ কিন্তু এর ফলাফল **(Result)** বের করা **আল্লাহ্ তাআলা**র কুদরতের হাতে, অর্থাৎ আমরা তাওয়াক্কুল থেকে বঞ্চিত রয়ে যাই, একারণেই সঠিক ফল না পেলে আমরা হতাশ ও অধৈর্য হয়ে যাই, অথচ আমাদের নিজের সকল কাজে তাওয়াক্কুল করা উচিৎ, তাওয়াক্কুল করা থেকে উদাসীন হওয়া কিরূপ ভয়ঙ্কর হতে পারে তা এই ঘটনা থেকে বুঝে নিন।

এক কাফন চোর হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হাতে তাওবা করেন, হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কবরের অবস্থা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলে উত্তরে সে বললো: আমি প্রায় এক হাজার (১০০০) কবর থেকে কাফন চুরি করেছি, কিন্তু শুধুমাত্র দু'জন ছাড়া বাকী সবার চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরানো ছিলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: ঐ লোকেরা রিযিকের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি ভরসা করতো না। এজন্য কবরে তাদের চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরানো ছিলো। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা-১০৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তার বিষয় যে, তাওয়াক্কুল করা থেকে উদাসীন হয়ে শুধুমাত্র উপকরণকেই সব কিছু ভেবে বসা কিরূপ বিপদজনক হতে পারে? এজন্য নিজের মধ্যে তাওয়াক্কুল (**আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি ভরসা) সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন! **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে তাওয়াক্কুলের মতো মহান গুণ সহ নেক আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তু আতা হিলম কি ভিক কর দে, মেরে আখলাক ভি ঠিক করদে।
তুঝ কো ফারুক কা ওয়াস্তা হে, ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে।
ইশ্‌কে আহমদ মে আ'সোঁ বাহাওঁ, হুব্বে দুনিয়া সে খোদ কো বাঁচাও।
এইছি তৌফিক দেয় ইলতিজা হে, ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-১৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নাম, বংশ ও জন্ম তারিখ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হুযুর সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী সম্পর্কে শুনছিলাম, তাঁর নাম যিয়াউদ্দীন আহমদ, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজেই বলতেন: আমার জন্মগত নাম "আহমদ মুখতার", আমার দাদাজান হযরত শায়খ কুতুবুদ্দীন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পরে আমার নাম রাখেন "যিয়াউদ্দীন"। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সোমবার রবিউল আউয়াল ১২৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৭ ইংরেজীতে কালাসওয়ালা শহর, জিলা যিয়াকোট (শিয়ালকোট) পাকিস্তানে জন্ম গ্রহন করেন।

(সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৪)

আকৃতি মোবারক!

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মধ্যম আকৃতি হতে সামান্য লম্বা ছিলেন, বাদামী বর্ণ, প্রভাব বিশিষ্ট এবং আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, লম্বাটে চেহারা, প্রশস্থ ও নুরানী কপাল যার মাঝখানে একটি চিকন শিরা সবসময় প্রকাশ্য থাকতো, নাক মোবরক উঁচু, চোখ কালো, বড় এবং খুবই জ্যোতিময় ছিলো, লম্বা ও চিকন ভ্রু পরস্পর মিলিত ছিলো, চোখের পলক লম্বা এবং ঘন, গাল লালচে বর্ণের সামান্য ভরাট এবং ডান গালে তিল ছিলো, দাড়ি মোবারক ঘন, বক্র এক মুষ্টি বরাবর ছিলো, গর্দান লম্বা, প্রশস্থ বুক, হাতের আঙ্গুল লম্বা, হাতের তালু মাংসল এবং খুবই নরম ছিলো। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৫৬৭) মোটকথা! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই সুন্দর ও আকর্ষনীয় অবয়বের অধিকারী ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা!

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রাথমিক শিক্ষা নিজের দাদাজান থেকে অর্জন করেন, অতঃপর যিয়াকোট (শিয়ালকোট) এর প্রসিদ্ধ আলিম ও আরিফ হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে শিক্ষা গ্রহন করেন। এর পর মারকাযুল আউলিয়া লাহোর চলে যান এবং সেখানকার বড় বড় ওলামায়ে কিরামের কাছে শিক্ষা অর্জন করার পর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস ও আলিমে দ্বীন হযরত আল্লামা ওসী আহমদ মুহাদ্দীস সুরতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরসের আসরে যোগদেন

www.dawateislami.net

এবং প্রায় চার (৪) বৎসর যাবৎ তাঁর থেকে শিক্ষা অর্জন করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমাদের পাঞ্জাব থেকে হাদীস শরীফের দাওরা করার জন্য আগে লোকদের পিলিভেত (ভারতের একটি স্থানের নাম) পাঠানো হতো। হযরত শাহ ওসী আহমদ মুহাদ্দীস সুরতী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সেখানকার এক মহান বুযুর্গ এবং কামিল আল্লাহর আউলিয়া ছিলেন, আমিও তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে হাদীস শরীফের দাওরায় অংশ নিতাম। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৭) সেখান থেকেই দরসে নিজামী সম্পন্ন করি এবং দাওরায়ে হাদীস শরীফের পর স্নাতকোত্তর সনদ অর্জন করি। সরকারে আ'লা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ স্বয়ং নিজের হাতেই তাঁকে দস্তরবন্দি করেন। পরে হযরত মুহাদ্দীস সুরতী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ থেকে খিলাফতের সৌভাগ্যও অর্জন করেন।

(সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৭)

বাইয়াত ও খিলাফত!

সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ওস্তাদ হযরত ওসী আহমদ সুরতী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে আযম শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা ছিলো, তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার আ'লা হযরত رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সাথে সাক্ষাতের জন্য বেরেলী শরীফ তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং তাঁর সাথে জুমার নামায আদায় করতেন, আহার করতেন অতঃপর আবার পিলিভেত ফিরে আসতেন, হযরত মুহাদ্দীস সুরতী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সাথে তাঁর দু'জন শাগরেদও বেরেলী শরীফ উপস্থিত হতেন, তাদের মধ্যে একজন হলো, সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ, স্বয়ং সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হযরত আল্লামা ওসী আহমদ মুহাদ্দীস সুরতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর অভ্যাস ছিলো যে, প্রতি বৃহস্পতিবার যোহরের নামায আদায় করে, খাবার খেয়ে, আসরের সময় একটি ট্রেন যাত্রা করতো, যা বেরেলী শরীফ যেতো, সেই গাড়ীতে বসে যেতেন এবং মাগরীবের পূর্বে বেরেলী শরীফ পৌঁছে যেতেন, জুমার রাত অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এবং জুমার দিন আ'লা হযরত رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে থাকতেন,

জুমার নামাযের পর খাবার খেতেন এবং আবারো পিলি ভেত ফিরে আসতেন, এভাবে তিন (৩) বছরেরও বেশী সময় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর যিয়ারত হতে থাকে। এই আসা-যাওয়ার মাঝেই সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সরকারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হতে ১৩১৪ হিজরীতে বাইয়াত গ্রহন করেন এবং ১৩১৫ হিজরীতে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁকে খিলাফত দ্বারাও ধন্য করেন, সেই সময় তাঁর বয়স ছিলো মাত্র একুশ (২১) বছর।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে খিলাফত পাওয়া সৌভাগ্যবানদের মধ্যে তিনি এগারো (১১) নম্বরে ছিলেন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৭৩)

বাগদাদের সফর:

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **ইলমে দ্বীন** অর্জন সম্পন্ন করার পর তাঁর পীর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর অনুমতিক্রমে নিজের দেশে ফিরে এলেন, কিছুদিন যিয়াকোটেই (শিয়াল কোট) অবস্থান করেন, শিয়ালকোটের নিকটেই 'কিলাস ওয়ালা'য় তাঁর জায়গীর ছিলো, সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন অতঃপর ওখান থেকে বাগদাদ শরীফে যাত্রা করলেন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৫৬৬) হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মহান খানকায় প্রায় নয় (৯) বছর থেকেও কিছু বেশী সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/২২৬,২২৭) এই সময়ে সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের যিয়ারত করেন এবং তাঁদের থেকে ফয়য অর্জন করেন।

মদীনা শরীফে বসবাস!

১৩২৭ হিজরীতে সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আরব শরীফে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে মদীনা শরীফে বসবাস শুরু করেন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৭৩) যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মদীনা শরীফে গমন করেন তখন তুর্কীদের রাজত্ব ছিলো, তাই সেখানে অনেক বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন,

www.dawateislami.net

আর এই কারণেই তাঁর **সায়্যিদুল আম্বিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে বারবার উপস্থিতির সৌভাগ্য অর্জনের পাশাপাশি সেখানকার অনেক মাশায়িখে কিরাম থেকে ফয়য অর্জনের সৌভাগ্যও নসীব হয়। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/২৭৯) প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল এবং অনেক বড় আলিমে দ্বীন, আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি প্রায় সময় মদীনা শরীফে উপস্থিত ছিলেন, সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর কাছ থেকেও একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফয়য দ্বারা উপকৃত হন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/২৮০)

ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ইলমে দ্বীনের** কিরূপ আগ্রহী ছিলেন যে, নিজের এলাকায় **ইলমে দ্বীন** অর্জনের পাশাপাশি মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ভারত এবং বাগদাদ শরীফ পর্যন্ত সফর করলেন, অতঃপর যখন মদীনা শরীফ উপস্থিত হলেন, সেখানেও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে **ইলমে দ্বীন** অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন এবং সমসাময়িক অনেক প্রসিদ্ধ ওলামা থেকে **ইলমে দ্বীনের** সূধা পান করেন। নিঃসন্দেহে এটা **আল্লাহ তায়ালার** দয়া এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দান আর **ইলমে দ্বীনের** ফযয়ই ছিলো যে, যিয়াকোটের (শিয়ালকোট) এক অপ্রসিদ্ধ শহরে জন্ম নেয়ার পরও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দুনিয়াজুড়ে কুত্বে মদীনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আমাদেরও **ইলমে দ্বীনের** আগ্রহ সৃষ্টি করা উচিৎ কেননা **ইলমে দ্বীনই** দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মূল চাবিকাঠি। **ইলমে দ্বীন** সকল মর্যাদার সমষ্টি এবং তার তালাশকারীদের অনেক গুনাবলী এবং অনেক উত্তম চরিত্রের অনুসারী বানিয়ে দেয়, **ইলমে দ্বীন** আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام রেখে যাওয়া সম্পদ, **ইলমে দ্বীন আল্লাহ তাআলার** নৈকট্য লাভের রাস্তা, **ইলমে দ্বীন** খোদাভীতি সৃষ্টির উপায়, **ইলমে দ্বীন** হেদায়ত লাভের উৎস, **ইলমে দ্বীন** গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়, **ইলমে দ্বীন আল্লাহ তাআলার** ভয় জাগ্রত করার হাতিয়ার, **ইলমে দ্বীন** মৃত অন্তরের জীবন লাভ, **ইলমে দ্বীন আল্লাহ তাআলার** সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম,

www.dawateislami.net

মোটকথা! **ইলমে দ্বীন** অসংখ্য গুনাবলীর সমষ্টি, একজন সত্যিকার মুসলমানের তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিৎ, হাদীস শরীফের বিভিন্ন জায়গায় **ইলমে দ্বীন** অর্জনের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আসুন! এই সম্পর্কে দু'টি হাদীস শরীফে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি:

(১) যে **ইলমে দ্বীন** অর্জন করবে **আল্লাহ তাআলা** তার সমস্যাকে সহজ (সমাধান) করে দিবেন এবং তাকে সেখান থেকে রিযিক দান করা হবে যেখানের কথা সে ভাবতেও পারবে না। (জামে বয়ানিল ইলম ও ফযলে, হাদীস নং-১৯৮, পৃষ্ঠা-৬৬)

(২) যে কেউ **আল্লাহ্ তা'আলা**র ফরয (বিধানাবলী) সম্পর্কিত একটি বা দুইটি বা তিনটি বা চারটি অথবা পাঁচটি বাক্য শিখলো এবং তা ভাল ভাবে মুখস্থ করে নিলো, অতঃপর লোকদেরকে (তা) শিক্ষা দিলো, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৫৪, হাদীস নং -২০, চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, পৃষ্ঠা-৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! **ইলমে দ্বীন** অর্জন করা এমন মহৎ এক কাজ যার কারণে বিপদ-আপদে সহজতা, রিযিকে প্রশস্থতার পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশেরও জামানত হয়ে যায়, এজন্য আমাদেরও অধিকহারে **ইলমে দ্বীন** অর্জন করা উচিৎ। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ **ইলমে দ্বীনে**র মাদানী সুবাসে সুবাশিত, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ, **মাদানী মুযাকারা**, বিভিন্ন কোর্স, দরস ও বয়ান ইত্যাদি সবকিছুই **ইলমে দ্বীন** প্রসারের উপায়, **ইলমে দ্বীন** শেখার এক উত্তম পন্থা হলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করা, সুতরাং আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন (৩) দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ে নিন! **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের **ইলমে দ্বীন** প্রসারে এবং সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-৬৬৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীনের অগনিত বরকত রয়েছে, এই ইলম এক সাধারণ মানুষকে ফরশ থেকে আরশে (যমিন থেকে আসমানে) পৌঁছিয়ে দেয়, হুযুর শাহান শাহে বাগদাদ, কুতুবুল আখতাব, সরকারে গাউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর বাণী হচ্ছে: "دَرَسۡتُ الۡعِلۡمَ حَتّٰی صِرۡتُ قُطۡبًا; অর্থাৎ আমি ইলমের দরস নিতে থাকলাম, এমনকি কুতুবিয়্যতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেলাম।" (কসিদায়ে গাউসিয়া, গিবতের ধ্বংসলীলা, পৃষ্ঠা-৪৯৫) আমাদের সুধারণা যে, সায়্যিদী কুত্বে মদীনাও **আল্লাহ তায়ালার** একজন মহান অলী ছিলেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মদীনা শরীফের কুতুবিয়্যতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই কারণেই তাঁকে দুনিয়া জুড়ে "কুত্বে মদীনা" উপাধীতে স্বরণ করা হয় এবং আজও তাঁর এই উপাধী সকল বিশেষ ও সাধারণের মুখে মুখে। তাঁকে "কুত্বে মদীনা" কেন বলা হয়? তিনি এই উপাধী কিভাবে পেলেন? আসুন! এই সম্পর্কে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

কুত্বে মদীনা উপাধী!

১৯৪৯ সালে আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নাতি হযরত আল্লামা মাওলানা ইব্রাহিম রযা খান জিলানী মিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মদীনা শরীফ হাজির হলেন, ফিরে এসে বেরেলী শরীফে নিজের বাড়িতে এই ঘটনাটি শুনান: আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মদীনা মনওয়ারায় উপস্থিত ছিলাম, একদিন হযরত যিয়াউদ্দীন সাহেব কাদেরী রযবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বাড়িতে হাজির হলাম, এরপর **হুযুর সরওয়ারে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রওযা (মাওয়াজাহ) শরীফে উপস্থিত হলাম এবং দোয়া করলাম যে, হুযুর! আপনার দয়ায় যদি পবিত্র মদীনার কুতুবের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যেতো? অতঃপর জিলানী মিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন যে, এরপর আমি যেখানে অবস্থান করছিলাম সেখানে ফিরে এলাম, তখন দেখলাম যে, হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দীন সাহেব তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, যেহেতু তিনি খুবই কম ঘর থেকে বের হতেন, সেইজন্যই তাঁকে আমি হঠাৎ দেখে খুবই আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: হযরত! এখনই তো আপনার সাথে দেখা হলো! তারপরও হঠাৎ কেন তাশরীফ নিয়ে আসলেন?

www.dawateislami.net

মাওলানা যিয়াউদ্দীন সাহেব বললেন: আমার মনে হঠাৎ খেয়াল হলো যে, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, কেননা আপনিই তো খোঁজ করেছেন! এরপর তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। হুযুর জিলানী মিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: এদিকে আমার **দরবারে মুস্তফায়** আরয করা আর ঐদিকে সায়্যিদী কুত্বে মদীনার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়া, এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দীন সাহেবই رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মদীনা শরীফের কুতুব। জিলানী মিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আরো বলেন: যার খলিফার এই শান যে, মদীনা শরীফের কুতুব হব, তাঁর পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী আ'লা হযরত, আযীমুল বারাকাত এর সাথে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যের কিরূপ অবস্থা হবে।

(সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪৬৯)

তুম কো কুত্বে মদীনা ইয়া মুর্শিদ! ওলামা নে কাহা যিয়াউদ্দীন
মুঝ কো আপনা বানাও দিওয়ানা ওয়াসেতা গাউস কা যিয়াউদ্দীন

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-৫৬২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

যখন মুরীদ এমন, পীর কেমন হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ফল দেখেই পুরো বৃক্ষের উপর হুকুম লাগানো হয়, ছাত্রের যোগ্যতা দেখেই ওস্তাদের জ্ঞানের পরীধি সম্পর্কে জানা যায়, এভাবেই মুরীদের মর্যাদা দেখেই পীরের মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়। যখন হুযুর কুত্বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মদীনা শরীফের কুতুবের মর্যাদায় তবে তাঁর পীর, সরকারে আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মর্যাদা ও স্থান বারগাহে **খোদা** ও **মুস্তফায়** কিরূপ উচ্চতর হবে! আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজ যুগের অনেক বড় অলী ও মহান আলিমে রাব্বানী ছিলেন। আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কিছু আলোচনা শ্রবণ করি।

আ'লা হযরতের কার্যকলাপ!

আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সারা জীবন শরীয়াতের অনুসরণেই অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বে সত্যিকার অর্থে সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি ছিলো।

www.dawateislami.net

তাঁর অভ্যাস ছিলো যে, কখনো অট্টহাসি দিতেন না ➲ হাই আসলে আঙ্গুল দাঁত দিয়ে চেপেঁ ধরতেন এবং কোন আওয়াজ সৃষ্টি হতো না। ➲ কিবলার দিকে ফিরে কখনো থুথু ফেলতেন না। ➲ না কখনো কিবলার দিকে পা মোবারক লম্বা করতেন। ➲ পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করতেন। ➲ ফরয নামায পাগড়ী সহকারে আদায় করতেন। ➲ লোহার কলম ব্যবহার করতেন না। ➲ মিসওয়াক করতেন। ➲ এবং মাথা মুবারকে তেল ব্যবহার করতেন। (ফয়যানে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা-১১৪) ➲ কোন কিছু লেনদেন করার সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন। যদি কখনো অপর পক্ষ থেকে বাম হাত বাড়াতো তবে তিনি সাথে সাথেই হাত মোবারক ফিরিয়ে নিতেন এবং বলতেন যে, ডান হাতে নিন কেননা বাম হাতে শয়তান নিয়ে থাকে। (ফয়যানে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা-১১১) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদের খুবই আদব করতেন, মসজিদে প্রবেশের সময় সর্বদা ডান পা প্রথমে প্রবেশ করাতেন, আর বাহিরে আসার সময় বাম পা বাম জুতার উপর রাখতেন অতঃপর ডান পায়ে জুতা পরিধান করেই বাম পায়ে জুতা পরিধান করতেন (যেন সুন্নাত অনুয়ায়ী আমল হয়ে যায়)। একবার ফযরের নামায আদায়ের জন্য অভ্যাস পরিপন্থি সামান্য দেরী হয়ে গেলো, নামাযীদের দৃষ্টি বার বার তাঁর পবিত্র বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো যে, এমন অপেক্ষার সময়ে তিনি তাড়াতাড়ি উপস্থিত হলেন, এই তাড়াহুড়োর সময়েও সুন্নাতের অনুসরণের অবস্থা এমন ছিলো যে, মসজিদের দরজার সিড়িতে যখন কদম মোবারক পৌঁছলো তখন তা ছিলো ডান পা, মসজিদের নতুন কার্পেট ও পুরানো কার্পেটেও ডান পা, তারপর মসজিদের বারান্দায় একটি কাতার ছিলো তাতেও ডান পা, আর এতেই শেষ নয়, প্রতিটি কাতারেই প্রথম ডান কদম রাখলেন, এমনকি মেহরাবের মুসল্লায়ও ডান কদম রাখলেন। (ফয়যানে আ'লা হযরত, পৃষ্ঠা-১২২)

সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যেই মহানত্ব!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়গুলো থেকে বুঝা যায় যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরূপ সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন যে, সকল কাজই সুন্নাত অনুযায়ী করার ব্যবস্থা করতেন, আমাদেরও আমাদের দৈনন্দিন কাজে সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টা করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

বিশেষ করে প্রতিটি নেক ও জায়িয কাজ ডান পাশ থেকে, ডান হাতে শুরু করার অভ্যাস গড়া উচিৎ, কেননা সুন্নাতের অনুসরনের মধ্যে শ্রেষ্টত্ব বিদ্যমান। এর সাথে সাথে সাদাসিধে জীবন অতিবাহিত করুন, বিনয় ও নম্রতার প্রতিচ্ছবি হয়ে যান, সর্বদা অপরের প্রতি সুন্দর আচরণ করুন, বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করুন, নিজের অধিনস্থদের প্রতি সদাচরণ করুন, মুসলমানদের উন্নতিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা রাখুন, মোটকথা! আমরা যেন চরিত্রের পাশাপাশি রূপেও সুন্নাত অনুযায়ী হওয়ার চেষ্টা করি। **আক্বায়ে করিম, রউফুর রহীম, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফরমান অনুযায়ী যেন মুখে এক মুষ্টি দাড়ি হয়, মাথায় সুন্নাত অনুযায়ী চুল হয়, তাতে প্রিয় প্রিয় পাগড়ী শরীফের তাজ সাজিয়ে রাখা হয়, শরীরে সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি মাদানী লেবাস হয়, মুচকি হেঁসে সাক্ষাৎ করার অব্যস্থ হই, সালামকে প্রসার করার আগ্রহী হই, খাবার মাটির পাত্রে দস্তরখানা বিছিয়ে খাই, এরূপ করাতে দুনিয়াতেও উন্নতি হবে এবং আখিরাতেও উপকৃত হওয়া যাবে। যদি আমরা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করি, তবে আমরা জানতে পারবো যে, তাঁদের জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরি সুন্নাত অনুযায়ীই ছিলো, হুযুর সায়্যিদী কুত্বে মদীনাও رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সুন্নাতের অনুসারী এবং খুবই নেক বুযুর্গ ছিলেন।

চরিত্র ও অভ্যাস!

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অত্যন্ত পছন্দনীয় গুনাবলী ও প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, সর্বদা **আল্লাহ তায়ালার** স্বরণেই ডুবে থাকতেন, রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদ গুজার বুযুর্গ ছিলেন, ইশরাক, চাশত এবং আওয়াবিনের নামায আদায় করা তাঁর অভ্যাস ছিলো, দুর্বলতা ও বয়োবৃদ্ধ অবস্থায়ও আইয়ামে বীদ্ব তথা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা ছাড়তেন না। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪৮৬) আমাদেরও ফরয নামাযের পাশাপাশি এই সমস্ত নফল সমূহও আদায় করা এবং নফল রোযা রাখার অভ্যাস গড়া উচিৎ, সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তাঁর উঠতে বসতে খুবই কষ্ট হতো, কিন্তু তবুও ওযু জন্য যাওয়ার সময় কারো সাহায্য নিতেন না, খুবই কষ্ট হওয়ার পরও নিজে দাড়াতেন এবং ওযু করতেন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪৮৬)

www.dawateislami.net

অনাড়ম্বরতা ছিলো তাঁর স্বভাব, রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণের জন্য তিনি ছাগল পালন করতেন, এর দুধ দিয়ে রাসূলের মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন, তাঁর বাড়ি হাজী এবং যিয়ারতকারীদের ঠিকানা ছিলো। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪৮৮) আরব শরীফে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন, আরব এবং আরবের বাইরে তাঁর মুরীদ ও খলিফা ছড়িয়ে আছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ খুবই অল্পভাষী ছিলেন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪৮৯) তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন ইশার নামাযের পর পরিপূর্ণভাবে মাহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠিত হতো, যা তাঁর ওফাতের আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪৯৫) আরবদের মতো মেহমানদারী তাঁর বৈশিষ্ট ছিলো।

মেহমানদারীর অভ্যাস!

চা'য়ের তিনটি (৩) ফ্লাস্ক সর্বদা তাঁর কাছেই ভরা থাকতো, রাসূলের মেহমানদের এগুলো থেকে চা পরিবেশন করা হতো, যখনই একটি ফ্লাস্ক খালি হতো তা উপরে বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দেয়া হতো, কিছুক্ষনের মধ্যেই তা আবার ভরে ফিরে আসতো। পুরোদিনই এরূপ চলতে থাকতো, রাতে লঙ্গর খাওয়ার পর সকলকে চা দ্বারা আবার আপ্যায়ন করা হতো, অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ ফ্লাস্কের দিকে ইশারা করে বলতেন এতে কিছু আছে কি? যদি ফ্লাস্কে কিছু অবশিষ্ট থাকতো তবে আরয করা হতো: ব্যস একটি ফ্লাস্কে সামান্য চা বাকী আছে। তখন তিনি বলতেন: এটাও এক এক ঢোক পান করিয়ে দাও, অতঃপর বলতেন: দেখো তো ফ্রিজে কিছু আছে কিনা! যদি থাকে তাও বন্টন করে দাও। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪২২) দুনিয়া থেকে উদাসীনতার অবস্থা এরূপ ছিলো যে, ফ্রিজে তাঁর পরিবারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী থাকতো, তাও বন্টন করে দেয়ার অদেশ দিতেন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪২২) তাঁর খেদমতে যারাই আসতো পদানুযায়ী তাদের সম্ভাষন জানাতেন, তাঁর সাক্ষাত সবার জন্য উম্মুক্ত ছিলো এবং দস্তরখানা সবার জন্য সমান ছিলো, তাঁর কাছে যত টাকাই আসতো সবগুলোই তিনি খরচ করে দিতেন, কিছুই অবশিষ্ট রাখতেন না এবং অধিকাংশই মেহমানদের জন্যই খরচ করতেন।

(আনওয়ারে কুত্বে মদীনা, ২৪০ পৃষ্ঠা)

মেহমানদারী নবীগণের সুন্নাত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কিরূপ মেহমানদারী করতেন? এমন মনে হয় যেন মেহমানদারী তাঁর স্বভাবগত চরিত্রেরই একটা অংশ, নিজের বাড়িতে আসা সকল মানুষের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী মেহমানদারী করতেন। মেহমানদারী জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কাজগুলো মধ্যে অন্যতম এবং অনেক আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام সুন্নাতও, হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, যতক্ষন তাঁর দস্তরখানায় কোন মেহমান আসতো না, ততক্ষন তিনি খাবার খেতেন না। (আজাইবুল কোরআন মা'আ গারাইবুল কোরআন, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) এই রেওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় যে, **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের মেহমানদারী কিরূপ পছন্দনীয় ছিলো, মেহমানদারী এমন একটি নেক কাজ, যাতে অত্যধিক সাওয়াবের পাশাপাশি ভালবাসা বৃদ্ধি, পরস্পর সম্পর্ক সুদৃঢ়ও হয়, সুতরাং যখনই মেহমান আসে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের খুবই মেহমানদারী করুন, কেননা এটা এক এমন আমল, যাতে আমাদের দুনিয়ার সাথে সাথে আখিরাতেরও কল্যাণ সাধিত হয়।

মেহমানদারীর গুণ!

আফসোস! আমাদের সমাজে মেহমানদারীর মতো উন্নতমানের গুণটিও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এখন আগের মতো মেহনদারীর সেই উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, আজকাল এমনও হয় যে, অনেকে মেহমানদারী তো করে তবে তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তাকে যতই সম্মান ও নম্রতা প্রদর্শন করা হবে, সেও ততই অপর থেকে সম্মান ও নম্রতা পাবে, এভাবেই মেহমানদারীর মতো ইবাদতকে "যেমন কর্ম তেমন ফল" এর মর্মবোধক বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা হচ্ছে একটি উত্তম ইবাদত, আম্বিয়াদের সুন্নাত এবং প্রতিদান ও ফযীলত পূর্ণ কাজ। এমনি ভাবে আজকাল এমন লোকও পাওয়া যায়, যাদের প্রথাগত অভ্যাস যে, যদি কেউ তাকে মেহমানদারী করে, তবেই সেও তাকে মেহমানদারী করে, কিন্তু যদি কেউ তাকে মেহমানদারী করতে না পারে, তবে সেও তাদের মেহমানদারী করা হতে বঞ্চিত থাকে, এমন লোকেরা এই হাদীসে পাকের সুবাসিত মাদানী ফুল গ্রহণ করে নিজের মনের পুস্পদানীতে সাজিয়ে রাখুন।

হযরত মালিক বিন নফর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, একবার আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা ইরশাদ করুন যে, আমি এক ব্যক্তির নিকট গেলাম, সে আমাকে মেহমানদারী করলো না, এখন সে আমার নিকট আসলো তবে কি আমি তার মেহমানদারী করবো নাকি বদলা দেবো? ইরশাদ করলেন: না! বরং তুমি তার মেহমানদারী করো!

(সুনানে তিরমীযি, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং-২০১৩, ৩/৪০৫)

একইভাবে আমাদের এখানে মেহমানদারীতে এটাও দেখা যায়, যে ব্যক্তির সাথে ভবিষ্যতে আমাদের কোন কাজ হতে পারে, বিশেষভাবে যার থেকে কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এরূপ ব্যক্তিদের বিশেষভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী ইয্যত ও সম্মান করা হয়, কিন্তু সেই লোকেরা, যাদের সাথে তেমন সম্পর্ক নাই এবং মেলামেশাও কম বা যাদের পক্ষ থেকে এর চেয়ে বেশী মেহমানদারী করার কেউ না থাকে তবে এরূপ ব্যক্তিদের প্রতি সাধারনত তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়না এবং না তাদের সম্মানকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়, অথচ মেহমানদারীতে সবার সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা উচিৎ আর প্রত্যেক মুসলমানকেই সম্মান করা উচিৎ।

মেহমানের প্রকারভেদ!

মনে রাখবেন! মেহমানের কয়েকটি প্রকার রয়েছে, এদের সকলের নিজস্ব হক ও আদব রয়েছে, সুতরাং সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক মেহমান এরূপ হয় যে, যারা ঘন্টা দু'ঘন্টার জন্য আসে এবং চা, পানি খেয়ে চলে যায়, তাদের জন্য তেমন বিশেষ কিছুর প্রয়োজন হয়না, আর অনেক মেহমান এরূপ যে, যাদের আমরা বিয়ে-শাদী, আকীকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসি, এতেও ধনী গরীবের পার্থক্য ছাড়া খাওয়া দাওয়া এবং বসানোর ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবস্থা করা উচিৎ, এমন যেন না হয় যে, ধনী ও বড়লোকেরা তো শাহানশাহের মতো বসে খুবই উন্নতমানের খাবার মজা করে খাচ্ছেন কিন্তু গরীব ও হতদরিদ্র লোকদের সাধারণ খাবার খাওয়ানো হচ্ছে, এরূপ কখনোই করা উচিৎ নয় যে, এতে মুসলমানেরা মনে কষ্ট পায়। এভাবেই অনেক মেহমান যেমন; বোন, ভাই বা নিকটাত্মীয় এমনও হয় যারা কিছু দিনের জন্য থাকতে আসেন, এদেরও মেহমানদারী করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

"বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠার একটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্ধৃত আছে: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানদের সম্মান করে, পুরো একদিন যেন তার মেহমানদারী করে, সাধ্যানুযায়ী যেন তার জন্য ভাল খাবার তৈরী করে এবং যিয়াফত হলো তিন (৩) দিন অর্থাৎ একদিন পর তাকে বাড়িতে যা আছে তা পেশ করবে আর তিন দিনের পর হচ্ছে সদকা। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং-৬১৩৮, ৪/১৩৬)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের মেহমানদারী সহ সকল নেক কাজ করার এবং উত্তম চরিত্র গঠনের তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওয়াস্তা মেরে পীর ও মুর্শিদ কা মুঝ কো তু মত্তাকী বানা ইয়া রব!
দিল কা আজড়া চমন হো ফির আ'বাদ কোয়ি এ্যয়ছি হাওয়া চালা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মাযারাতে আউলিয়া মজলিশ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শুনছিলাম। নিজের পূর্বপুরুষের আলোচনা বর্ণনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, আমরা যেন তাঁদের চরিত্র ও স্বভাব এবং পবিত্র জীবন সম্পর্কে শুনে তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করি।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের এইসকল বুযুর্গানে দ্বীনদের আদব ও সম্মান করার এবং তাঁদের চরিত্র ও স্বভাবের ন্যায় নিজের চরিত্র গঠনের উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তাঁর এই উৎসাহের ফল স্বরূপ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযি মজলিশে শূরার অধীনে একটি বিভাগ "**মাযারাতে আউলিয়া মজলিশ**" নামে প্রতিষ্ঠিত, যার কাজই হলো এই আউলিয়ায়ে কিরামের খানকা এবং দরগাহে উপস্থিত হওয়া আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইদের নামাযের দাওয়াত দেওয়া, কেননা দূভাগ্যজনক ভাবে এমনও দেখা গেছে যে, মাযারে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ নামাযের ব্যাপারে বড়ই উদাসীনতা প্রদর্শন করে,

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী হলো **"মসজিদ ভরো সংগঠন"**। এই মাদানী পরিবেশে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নিয়মিত নামায আদায়ের মন মানষিকতা তৈরী করা হয় যে, দুনিয়া এদিক থেকে ওদিক চলে যাবে কিন্তু আমাদের নামায ছুটতে পারবে না। এই মজলিশের কাজ হলো, সাহিবে মাযারের মোবারক চরিত্রের আলোকে মানুষদের পথপ্রদর্শন করা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার উৎসাহ দেওয়া, এই মজলিশের কাজ হলো, মাযারে সংগঠিত মন্দকাজ গুলো হিকমতের সহিত বন্ধ করা, এই মজলিশের কাজ হলো, মাযারের আশপাশের মসজিদ গুলোতে মাদানী কাফেলা সফর করানো, এই মজলিশের কাজ হলো, মাদানী কাফেলার জাদওয়াল অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে হওয়া হালকা সমূহে যিয়ারতকারীদের অংশগ্রহন করানো এবং তাদেরও মাদানী কাফেলায় সফর করা ও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার দাওয়াত দেওয়া। এই মজলিশের কাজ হলো, রিসালা বন্টনের মাধ্যমে যিয়ারতকারীদের নেকীর দাওয়াত ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্তা পৌঁছানো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের সৌভাগ্য যে, আজ আমরা **আল্লাহ তায়ালা**র এক অলী ও সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার এক মহান বুযুর্গ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জীবন সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, আমাদেরও তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ।

রিসালার পরিচিতি!

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه জীবনী সম্পর্কে আরো জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **"সায়্যিদী কুত্বে মদীনা"** অধ্যয়ন খুবই উপকারী, সুতরাং আজই এই রিসালাটি হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করে তা অধ্যায়ন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের সৌভাগ্য যে, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মুরীদও এবং তাঁর খলিফাও। সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ফয়য অর্জন করার একটি উপায় এও যে, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাইয়াত গ্রহন করা,

এতে সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ফয়যান নসীব হওয়ার পাশাপাশি সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن ফয়যানও নসীব হবে, মুরীদ হওয়াতে ক্ষতির কোনই আশঙ্কা নেই, দু'জাহানে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ উপকারই উপকার রয়েছে।

কেয়ছে আক্বাওঁ কা বান্দা হোঁ রযা, বোল বালে মেরি সরকারোঁ কে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মুরীদদের সংশোধন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সর্বদা সুন্নাতের অনুসরন করতেন, তিনি নিজেও শরীয়াতের উপর আমল করতেন এবং মুরীদদেরও পবিত্র শরীয়াতের উপর আমল করার নির্দেশনা দিতেন, বিশেষকরে নিয়মিত নামায আদায়ের জন্য খুবই জোর দিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি বলতেন: নামায ছাড়া কিছুই নেই, যদি কেউ নসীহতের জন্য আরয করতো তবে বলতেন: বৎস! নামায পড়ো! নামাযকে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরো! তিনি মুরীদ ও ভক্তদের সংশোধনের বিষয়ে সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখতেন। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনে সর্বদা জোর দিতেন, তাঁর সংস্পর্শে গরীব ও ফকীরদের দেখে পুরোনো দিনের বুযুর্গদের স্বরণ তাজা হতো, বিনয় ও নম্রতা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিলো। (আনওয়ারে কুত্বে মদীনা, ২৪০ পৃষ্ঠা)

বেদনাদায়ক ওফাত ও দাফন:

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সর্বদা স্নেহ ও ভালবাসা লুঠিয়ে গেছেন, ৪ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪০১ হিজরী অনুযায়ী ২ অক্টোবর ১৯৮১ ইংরেজী রোজ জুমাবার (শুক্রবার) মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন যখন "اللہ اکبر اللہ اکبر" এর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং তখনই সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কলেমা শরীফ পড়লেন আর তাঁর রুহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো। গোসলের পর কাফন বিছিয়ে মাথা মুবারকের নীচে **হুযুর তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হুজরা শরীফের মাটি মোবারক রাখা হলো,

www.dawateislami.net

সরকারে দু'আলম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুরানী কবরের গোসলের পানি শরীফ এবং বিভিন্ন তাবার্‌রুকাত রাখা হলো। অতঃপর কাফন শরীফ বাঁধা হলো। আসরের নামাযের পর দরূদ ও সালাম এবং কসীদায়ে বুরদা শরীফ পাঠরত অবস্থায় জানাযা উঠানো হলো।

আশিক কা জানাযা হে যরা ধুম সে নিকলে,
মাহবুব কি গলিওঁ মে যরা ঘুম কর নিকলে।

অবশেষে অসংখ্য শোকার্থ ভক্তদের উপস্থিতিতে সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতুল বাক্বীর সেই অংশে জায়গা নসীব হলো, যেখানে সম্মানিত আহলে বাইতগন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরাম করছেন, যেখানে সায়্যিদাতুন নিসা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নুরানী মাযারের মাত্র দু'গজ দূরেই তাঁকে সমাহিত করা হলো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আপন পীর ও মুর্শিদকে খুবই ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করে নিজের কালাম সমগ্র **"ওয়াসায়িলে বখশীশ"** এ লিখেন:

জামে ইশ্‌কে নবী পিলাকে মুঝে — মসত ও বেখুদ বানা যিয়াউদ্দীন।
মেরে দুশমন হে খুন কে পিয়াসে — মুঝ কো উন সে বাঁচা যিয়াউদ্দীন।
মওত আয়ে মুঝে মদীনে মে — করদো হক সে দোয়া যিয়াউদ্দীন।
হাশর মে দেখ কর পুকারোঙ্গা — মারহাবা মারহাবা যিয়াউদ্দীন।
মুঝ কো দে দো বাক্বীয়ে গড়কদ মে — আপনে কদমোঁ মে জা যিয়াউদ্দীন।
মুস্তফা কা পড়োস জান্নাত মে — মুঝ কো হক সে দিলা যিয়াউদ্দীন।
বে আমল হি সহী মগর আত্তার — কিস কা হে? আ'পকা যিয়াউদ্দীন।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-৫৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

যিলহজ্বের প্রথম দশদিনের ফযীলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্ব মাসের কথাইবা কি বলবো, বিশেষ করে প্রথম দশদিনের মহত্ব ও সম্মান সম্পর্কে কি বলব! হাদীসে পাকে এই দিনগুলোর একটি রোযা পুরো বছরের রোযার সমান এবং এক রাতের (কিয়াম) নামাযকে শবে কদরের সমান বলা হয়েছে। যেমন-

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট যিলহজ্জ মাসের চেয়ে বেশী অন্য কোন দিনে তাঁর ইবাদত করা পছন্দনীয় নয়। এর প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রতি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা শবে কদরের সমান।"

(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৫৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন একবার যে, যিলহজ্বের প্রথম দশদিনের কেমন বরকত, ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ডে লিখিত আছে: বরকতময় হাদীসে পাকের বর্ণনানুসারে যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের রোযা রমযানুল মোবারকের পরে সকল দিনগুলো রোযা থেকে উত্তম। (ফয়যানে সুন্নাত, পৃষ্ঠা-১০০১) বরং দিন তো রমযান থেকেও উত্তম, আর রাত রমযানেরই উত্তম। আমাদের উচিৎ যে, এই দিনগুলোতে অহেতুক সময় না কাটিয়ে **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদতেই অতিবাহিত করা, দিনে রোযা রেখে আর রাত ইবাদতের মাধ্যমে কাটানো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাসের প্রথম দশদিন প্রতিদিন ইশার নামাযের পর **মাদানী মুযাকারা**ও মাদানী চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়, যাতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইলম ও হিকমতের মাদানী ফুল লুটিয়ে আশিকানে রাসূলের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, **OB** ভ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন শহর থেকেও আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইয়েরা **মাদানী মুযাকারা**য় অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, **মাদানী মুযাকারা**য় অংশগ্রহন আমাদের অনেক গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে অসংখ্য নেকীর ভাগীদার বানিয়ে দিতে পারে।

www.dawateislami.net

১২টি মাদানী কাজের একটি "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহন"

সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারায়** অংশগ্রহন করা যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ। **মাদানী মুযাকারা ইলমে দ্বীন** অর্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম, **মাদানী মুযাকারা** উত্তম সংস্পর্শ পাওয়ার অন্যতম উপায়, **মাদানী মুযাকারায়** অংশগ্রহনের ফলে নেক আমল করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়, **মাদানী মুযাকারায়** অংশগ্রহণের ফলে বান্দা গুনাহের প্রতি বিরক্ত ও নেকীর প্রতি আগ্রহী হয়, মোটকথা! **মাদানী মুযাকারায়** অংশগ্রহন দ্বীন ও দুনিয়ার সংশোধনের কারণ, সুতরাং সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারায়** অংশগ্রহন করাকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য ইসলামী ভাই **মাদানী মুযাকারার** বরকতে গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেছে, আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি!

যে কারণে আমি ভিডিও সেন্টার বন্ধ করলামঃ

মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, পাকিস্তানের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারর্মম হচ্ছেঃ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার পূর্বে **আল্লাহর** পানাহ্ আমার একটি ভিডিও সেন্টার ছিলো, সেখানে পুরো দিন বসে বসে আমি নিজেও সিনেমা-নাটক দেখতাম এবং অন্যদের সিনেমার সিডি বিক্রি ও ভাড়ায় দিয়ে নিজের আখিরাতকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করতাম। একদিন মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান **"মাদানী মুযাকারা"** দেখার সুযোগ হলো। এতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইদের প্রশ্নের অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে উত্তর প্রদান করছিলেন, যার কারণে আমিও মনোযোগ সহকারে **মাদানী মুযাকারা** শুনতে লাগলাম, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নসীহতপূর্ণ এবং আখিরাতে চেতনায় ভরা আলোচনা আমার মনের দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দিলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি আমার গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করলাম এবং আমার ভিডিও সেন্টার সম্পূর্ণ রূপে রন্ধ করে দিলাম, আর **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে নেকীর পথে চালিত হয়ে গেলাম।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পবিত্র মাদানী পরিবেশের বরকতে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অনুসারী হয়ে গেলাম। নিজের চেহারায় দাড়ি শরীফ এবং মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগসমূহ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক মসজিদ ভরো সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০০টিরও বেশী বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে সদা ব্যস্ত। দেশ ও বিদেশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিষ্ঠিত, যেখানে হাজারো ছাত্র ও ছাত্রী দরসে নিজামী সম্পন্ন করছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদরাসাতুল মদীনা থেকে কোরআন হিফয করার সৌভাগ্য অর্জনকারী হুফ্ফাযে কিরামগন প্রতি বছর অসংখ্য আহলে সুন্নাতের মসজিদে রমযান মাসে তারাবিহতে কোরআনে পাক শুনায় এবং শুনে।

✪ এই বছর মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনার প্রায় ১৮০৩৪ (আটারো হাজার চৌত্রিশ) জন হাফিয পবিত্র রমযান মাসে তারাবিহতে কোরআনে পাক শুনা/ শুনানোর সৌভাগ্য অর্জন করে।

✪ পকিস্তানে এই মুহূর্তে ২৪৩৮টি (দুই হাজার চার শত আটত্রিশ) মাদরাসাতুল মদীনা বিদ্যমান, যাতে প্রায় ১১০২০১ জন (এক লক্ষদশ হাজার দুই শত এক) মাদানী মুন্না ও মুন্নি রয়েছে, এইভাবে বিদেশে ১৮৮টি মাদরাসাতুল মদীনা এবং ৮৯৮৩ জন (আট হাজার নয় শত তিরাশি) মাদানী মুন্না ও মুন্নি রয়েছে।

✪ পাকিস্তান জুড়ে কমপক্ষে ৫৫৪০টি (পাঁচ হাজার পাঁচ শত চল্লিশ) মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ) বিদ্যমান, যাতে শিক্ষা গ্রহনকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৯১১৪ জন (উনচল্লিশ হাজার এক শত চৌদ্দ)।

www.dawateislami.net

✪ পাকিস্তান জুড়ে প্রায় ২৬৯৩টি (দুই হাজার ছয় শত তিরানব্বই) মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা) শাখা বিদ্যমান আর যাতে শিক্ষা গ্রহণকারীনীর সংখ্যা প্রায় ২৯০৮০ জন (উনত্রিশ হাজার আশি)।

মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইনঃ পাকিস্তান জুড়ে মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন এর ১৩ শাখা প্রতিষ্ঠিত, যাতে শিক্ষা গ্রহনকারীর সংখ্যা প্রায় ৪৭০০ জন (চার হাজার সাত শত)। ৮৬ টি দেশের ছাত্ররা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষা অর্জন করছে। এছাড়াও মাদানী প্রশিক্ষণ (তারবিয়্যতী) কেন্দ্র, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ (তারবিয়্যতী) কোর্স ছাড়াও মাদানী চ্যানেল যা অগনিত মুসলমানের সংশোধন এবং অমুসলিমদের ঈমান আনয়নের উৎস হচ্ছে, তাছাড়া এর মাধ্যমে লাখো লাখ আশিকানে রাসূল **ইলমে দ্বীন** দ্বারা ধণ্য হচ্ছে, দারুল মদীনা, কয়েকটি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ, মজলিশে মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া যার মাধ্যমে মাসে লাখো লাখ মুসলমান উপকৃত হচ্ছেন, এছাড়াও অসংখ্য মাদানী মারকায (অর্থাৎ ফয়যানে মদীনা) এবং বহু মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা, এমনই ভাবে অসংখ্য সাপ্তাহিক ইজতিমা, বড় রাতের ইজতিমা, অসংখ্য পুরো রমযান মাসের সম্মিলিত ইতিকাফ, শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাফ হাজরো স্থানে হয়ে থাকে, যাতে হাজারো ইসলামী ভাই ইতিকাফকারী হয়ে থাকে, এমনইভাবে দেশ ও বিদেশে হাজারো স্থানে ইসলামী বোনদের পর্দার মধ্যে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, হাজারো স্থানে মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা), মাদানী তারবিয়্যতগাহ্ (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র), বিভিন্ন তারবিয়্যতী কোর্স, বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী বোনদের মাঝে মাদানী কাজ, মোটকথা, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রত্যেক বিভাগের মাদানী কাজকে সুন্দর পদ্ধতিতে চলমান রাখা এবং আরো অগ্রসর করার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয়।

কোরবানীর পশুর চামড়া দা'ওয়াতে ইসলামীকে দান করুনঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সকল বিভাগগুলো পরিচালনা করার জন্য লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি নয় বরং মিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ হয়। যা সার্মথ্যবান ইসলামী ভাইদের সহযোগীতায়ই পূর্ণ হয়, মাদানী কাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এই খরচ পুরো করার জন্য কোরবানীর ঈদে চামড়াও সংগ্রহ করা হয়।

www.dawateislami.net

কোরবানী ঈদ আমাদের অতি সন্নিকটে এবং এই দিনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে চামড়া সংগ্রহ করা হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনের খেদমতের এই মহান কাজ আপনাদের সবার সামনেই, সুতরাং আপনার নিকট মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, শুধু না আপনার কোরবানীর পশুর চামড়া **দাওয়াতে ইসলামী**কে দিবেন বরং আপনার আত্মীয়-স্বজনকেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভাগ সমূহের পরিচিতি দিয়ে তাদেরও মন মানষিকতা তৈরী করার চেষ্টা করুন যে, তারাও যেন তাদের কোরবানীর পশুর চামড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দান করে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বাংলাদেশের প্রায় শহরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে "কোরবানীর পশুর চামড়া"র স্টল বাসানো হয়, যদি আপনার পশুর চামড়া পৌঁছাতে কোন সমস্যা হয় তবে কোরবানীর পশুর চামড়ার স্টল গুলোতে যোগাযোগ করুন।

সম্মিলিত কোরবানীঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে পাকিস্তানের অসংখ্য স্থানে "সম্মিলিত কোরবানী"রও ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

সম্মিলিত কোরবানীতে অংশগ্রহন করার জন্য আপনার শহরের মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ করুন। কোরবানীর পশুর চামড়ার জন্য আপনার সহযোগীতাও দ্বীনের খেদমত, তাছাড়া সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আপনার ঘরের, আত্মীয়-স্বজনের এবং নিজ মহল্লার পাশাপাশি অন্যান্য এলাকাতেও গিয়ে গিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভাগ সমুহের পরিচয় করিয়ে কোরবানীর পশুর চামড়া সংগ্রহ করুন! **আল্লাহ তাআলা** আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বয়ানের সারর্মমঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা মুরীদ ও খলিফায়ে আ'লা হযরত, সায়্যিদী কুত্বে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সম্পর্কে মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

www.dawateislami.net

✱ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পবিত্র স্বত্তা ভরসাকারী, খুবই দানশীল এবং মেহেরবান বুযুর্গ ছিলেন।

✱ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অত্যন্ত সুন্দর দেহ অবয়বের অধিকারী ছিলেন, প্রথমে ভারতের পিলিভেত শহরে মুহাদ্দীস সুরতী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট শিক্ষাগ্রহন অবস্থায় আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মুরীদ হয়ে গিয়েছিলেন এবং খুবই তাড়াতাড়ি খিলাফত দ্বারা ধন্য হয়েছিলেন।

✱ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ **ইলমে দ্বীন** অর্জনের জন্য মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ভারত এবং বাগদাদ শরীফে সফর করেন, ইশরাক, চাশত এবং আউয়াবীনের নামায আদায় করা তাঁর অভ্যাস ছিলো।

✱ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মেহমানদারী নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন।

✱ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজেও শরীয়াতে উপর আমল করতেন এবং নিজের মুরীদদেরও পবিত্র শরীয়াতের উপর আমল করার নির্দেশনা দিতেন, বিনয় ও নম্রতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিলো।

✱ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ৪ যিলহজ্ব ১৪০১ হিজরীতে রোজ শুক্রবার ওফাত গ্রহণ করেন এবং আকাংখা অনুযায়ী জান্নাতুল বাক্বীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরও তাঁর অনুসৃত পথে চলার তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

www.dawateislami.net

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদিনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সূরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদবঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কর্তৃক লিখিত রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুল শ্রবণ করি:

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের রিওয়াতে রয়েছে, সকল সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে 'ইসমাদ'। কেননা এটা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯৭) **(২)** পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) **(৩)** শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) **(৪)** সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) এরূপ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝকো জযবা দেয় সফর করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার
সুন্নাতোঁ কি তারবিয়্যত কে কাফেলে মে বার বার

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net